রাধামাধব কলেজ, বাংলা বিভাগ পরিচালিত

অনলাইন সংস্করণ

কৃষ্ণকলি

১৪২৭ বাংলা

দেওয়াল পত্রিকা

চতুর্দশ সংখ্যা

কৃষ্ণকলি ডিজিটাল পৃথিবীতে তোমায় স্বাগত
কারণ অসুস্থ সময়ে তোমাকে সশরীরে সকলের
সামনে তুলে ধরা বড্ড দুষ্কর
তাই তো আমরা যতনে ভালোবাসায় তোমাকে
সাজিয়েছি নুতন আভরণে
তোমার প্রকাশে প্রতিবারের মতো এবারও মায়ের
আগমণ নিশ্চিত করে
আজও তার ব্যতিক্রম নয় গো
সময়টা ভালো যাচ্ছে না কারোর,তবুও জীবন তো
তার আপন গতিতে বয়ে চলে তাই না
আর আমরা সকলে মিলে কামনা করি কৃষ্ণকলির
কথার মাধুরী যেন দুরন্ত গতিতে ছুটে চলে
কোন কালেই যেন তার না ঘটে বিরতি

ডঃ সুমিতা বোস
অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ

কিছু কথা ....

দেখতে দেখতে সময়ের নিয়মে আরেকটি মহালয়া এসে গেলো, আর আমাদের 'কৃষ্ণকলি' চতুর্দশ বর্ষে পা রাখলো।

এ বছর কভিড মহামারীর জন্য আমাদের পত্রিকা অনলাইনে প্রকাশিত হল। অধ্যক্ষ মহাশয়কে ধন্যবাদ এই সংখ্যাটি মহাবিদ্যালয়ের আপিশ পেজে দেবার অনুমতি প্রদানের জন্য।

ধন্যবাদ আমাদের ছাত্রছাত্রীদের, বিশেষ করে সাম্মানিক তৃতীয় ষান্মাসিক ছাত্রীদের। তাদের ঐকান্তিক ইচ্ছার প্রকাশ এই অনলাইন সংস্করণ।

ইতি
বিভাগীয় প্রধান
বাংলা বিভাগ

বন্দী জীবনের আর্তনাদ

কল্পিতা দেব
বাংলা সাম্মানিক

বন্দী জীবনের দশা অজানা নেই আজ,
বিচ্ছিন্ন সামাজিক জীবনও দোটানায় আজ।
চারিদিকে শুধু যুগপৎ সন্ত্রাস আর বীভৎস ভাইরাস,
দিশেহারা মানুষের বুকে যন্ত্রণা একরাশ।
নিষ্কৃতি দাও এই নিয়তির কঠোর নিষ্ঠুরতার,
প্রহর যে গুনছে শুধু মৃত্যুর হাহাকার।
(মা'গো) তোমার আগমনীর শুভ লগ্নে দূর কর এই অকাল,
করো অসুরের বিনাশ, হোক নির্মল সকাল।

অসমের ব্রতকথা

স্নেহা বনিক
বাংলা সাম্মানিক

নানা বৈচিত্র্যে ভরা এক বিচিত্র দেশ ভারতবর্ষ। এখানে নানা জাতি ও নানা ধর্মের মানুষের বাস। ভারতের সমাজে রয়েছে বিবিধ ও বিচিত্র ব্রত -পার্বন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের বাস থাকলেও মানুষের মৌলিক কামনা একই।

ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রাজ্য হল অসম। বিবিধ জাতির মানুষের আদর্শ মিলনক্ষেত্র এই অসমরাজ্য। অসমে বসবাসকারী জনজাতি ও সম্প্রদায়ের অনেক শাখা-প্রশাখা বর্তমান। অসমীয়া লোক সংস্কৃতিকে চারটে ভাগে ভাগ করা যায় - ক . মৌখিক লোকবিদ্যা , খ. সামাজিক লোক প্রথা , গ. ভৌতিক সংস্কৃতি এবং ঘ. লোককথা। সামাজিক লোক প্রথার মধ্যে পড়ে নানা উৎসব অনুষ্ঠান, যেমন - বিহু , বৈসাগু , লিগাং , ভাঠলি , তুষু পূজা , দেউল , হুদম পূজা , আমেতি ইত্যাদি। এরই মধ্যে আমেতি অসমের সবচেয়ে বড় ব্রতানুষ্ঠান।

অসমের সংস্কৃতি হল ভিন্ন ভিন্ন জাতির আন্তমিশ্রিত সংস্কৃতি। অসমের লোকসংস্কৃতির ধারায় ব্রত একটি বিশেষ আচরিত সংস্কৃতি । তাই অসমের বারো মাসেই রয়েছে বিভিন্ন পার্বন ও ব্রতাচারণ।

অম্বুবাচী ব্রত অসমের একটি উল্লেখযোগ্য ব্রত । এই ব্রত পালন করে বিধবা ও ঋতুমতী নারীরা। লোক বিশ্বাস যে, অম্বুবাচীর তিনদিন জননী বসুমতী রজস্বলা হন। শাস্ত্রমতে এই সময়ে মাটি কাটা নিষেধ। কামরূপ জেলায় অম্বুবাচীকে বলা হয় আমেতি ।

তাছাড়াও অসমে শিবরাত্রি, অশোকাষ্ঠমীতে শুদ্ধিকরণ স্নান, জন্মাষ্টমী, মনসা পূজা রা ব্রতের প্রচলন দেখা যায়।

"জীবন যুদ্ধ "

মন্দিরা ঘোষ
তৃতীয় ষান্মাসিক

জীবনটাকে গড়ো
লড়াই করতে হবে? করো
অল্পেতেই হার মেনো না।
নিশ্চেষ্টায় অশ্রু ঝরিয় না।
সময়ে ধারালো অস্ত্র সাজো
হারতে, হারতে জেতার কৌশল খুঁজো।
হোঁচট খাবে, রক্ত ঝরবে,
জেতার উদ্দেশ্যে মাঠে নামো, বিজয়ের করো কাম্য।
যুদ্ধ করো পরিস্থিতির সাথে,
বাধ্য হবে সাফল্য ধরা দিতে।
জীবনের লড়াইয়ে জিতবেই তুমি।
যদি ভাবো আপন হাতেই, জীবনটা গড়ব আমি।

প্রকৃত প্রেম

সুমিত্রা নাথ
বাংলা সাম্মানিক

রাধা কৃষ্ণ প্রেমকথা প্রসঙ্গটি প্রত্যেকে আমরা জানি। তাঁদের প্রেমকথা অনির্বচনীয় । সেই স্বর্গীয় ভালোবাসা শুধু প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে হয়না সে প্রেম নিজের বাবা-মা, পশুপাখি, পরিবেশ তাদের সাথেও হয়ে থাকে। আর প্রকৃত প্রেম যাকে বলি তা হলো ক্রোধ, লোভ, মোহ, ইত্যাদি দ্বারা নয়, এ হলো এক পবিত্র বন্ধন, যা জন্ম জন্মান্তরে হয়ে থাকে আত্মার মিলনের ফলে।

যে প্রেমের ফলে কেউ কাউকে মেরে ফেলে, কেউ নিজের বাবা-মাকে ছেড়ে দেয়, কেউ আত্মহত্যা করে, তা সত্য প্রেম নয়। পবিত্র প্রেম আজ এই কলির কালকুঠায় আবদ্ধ হয়ে দূষিত হয়ে পড়েছে।

রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মূল কথাই হলো পরিশুদ্ধ প্রেম। যা সবাইকে নিঃসঙ্কোচে এবং নিঃস্বার্থপর হয়ে দান করতে হয় । প্রেমের দ্বারাই জীবন এবং মৃত্যু থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। তাই আজকের যুব সমাজ পরিবর্তিত হওয়া উচিত । পরিশুদ্ধ এই বিষয় নিয়ে যে কলঙ্ক উঠেছে সেটা মোছা উচিত। প্রেমের সঠিক পথে চলা উচিত।

গৃহবন্দী

অনুরূপা দাস
বাংলা সাম্মানিক, তৃতীয় ষন্মাসিক

চলছে করোনা কাল
এই সময়ে গৃহবন্দী গোটা দেশ
গৃহবন্দী, ক্রমশঃ কাহিল
সবাই বিষাদে আচ্ছন্ন।
প্রকৃতি মেতেছে প্রতিশোধে
করোনা মহামারী সংকট
চারদিকে ছড়ানো অসুখ
স্কুল কলেজ সব বন্ধ।
ছাত্র শিক্ষক
কারোর নেই রেহাই
পৃথিবীর চেহারা মলিন, অন্তগামী।
আজ বেঁচে আছি
কালকের কথা বলা অসম্ভব
মায়ার জগতে শুধু শোক।
করোনা তুমি চলে যাও চিরতরে
তোমাকে সত্যি মনে রাখবো আজীবন
ভয়কে জয় করে বাঁচতে চাই
থাকতে চাইনা গৃহবন্দী।

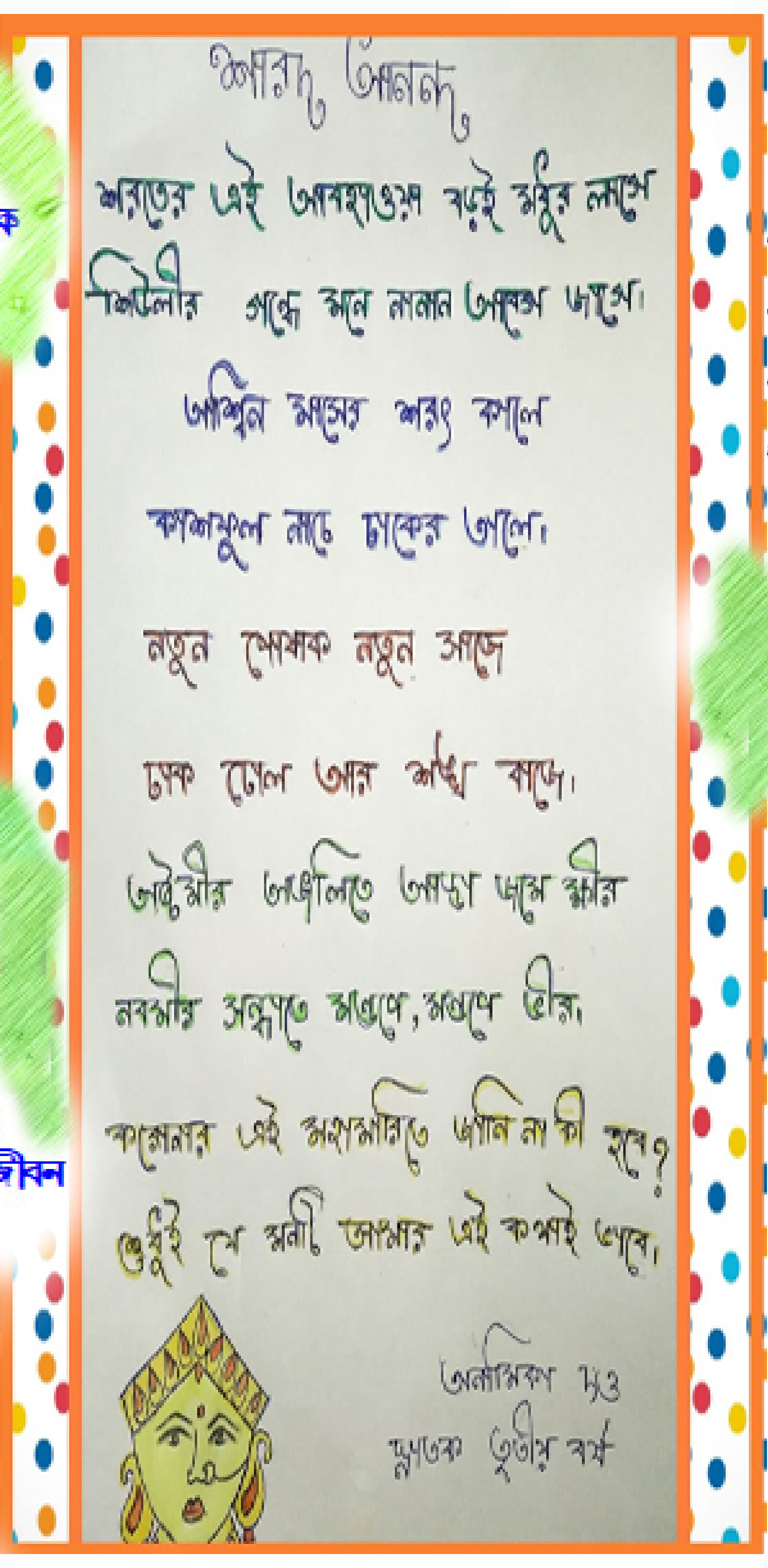
শারদ আনন্দ

শরতের এই আবহাওয়া বড়ই মধুর লাগে
শিউলীর গন্ধে মনে নানান আবেগ জাগে।
আশ্বিন মাসের শরৎ কালে
কাশফুল নাচে ঢাকের তালে।
নতুন পোশাক নতুন সাজে
ঢাক ঢোল আর শঙ্খ বাজে।
অষ্টমীর অঞ্জলিতে আদ্যা মায়ে স্মরি
নবমীর সন্ধ্যাতে মণ্ডপে, মণ্ডপে ভীড়।
করোনার এই মহামারিতে জানি না কী হবে?
শুধুই যে মনে আমার এই কথাই ভাবে।

অনামিকা দত্ত
স্নাতক তৃতীয় বর্ষ

বিশে বিষ

সংসার আমার চলছে ঠিকঠাক
রান্না ঘর নেই,
গরু ঘরও নেই
তবুও সংসার আমার চলছে ঠিকঠাক।

স্বামী আমার প্রশান্ত
অন্ন থেকে মদ্যের জোর বেশি।
শহরে নেই কোনো মানুষের আনাগোনা,
তাই গাড়ি মালিকের ঘরের ভিতর;
তবুও সংসার আমার চলছে ঠিকঠাক।

ছেলে আমার কলেজের প্রথম তাই,
অনলাইন ক্লাসের নামে করছে ফেসবুক।

এদিকে চলছে শিলাবৃষ্টি,
তবে শয্যা আমার ম্যাচাঙ্কে ।

জীবন আমার জলে পরিণত,
তবুও সংসার আমার চলছে অবিরত।

সংসার আমার পরিপূর্ণ বিশে বিষ।

নাম-পূজা ঘোষ
শ্রেণী-৩য় বর্ষ

প্রিয় বন্ধু

অভিষেক রায়
স্নাতক, দ্বিতীয় বর্ষ

বন্ধু, তুমি আমার হৃদয়ের বাঁধন,
আছো তুমি থাকবে এ হৃদয়ে সারাটি জীবন।
বন্ধু, তুমি আমার আশার আলো,
তুমি ছাড়া আমার এ জীবন কালো।
বন্ধু, তুমি একা হলে আমায় দিও ডাক,
গল্প করবো তোমার সাথে আমি সারা রাত।
বন্ধু, তোমার কষ্টে আমায় দিও ভাগ,
সব কষ্ট আপন করব হাতে রেখে হাত।
বুকের ভেতর মন আছে মনের ভেতর তুমি,
বন্ধু হয়ে তোমার হৃদয়ে থাকতে চাই আমি।
বন্ধুত্ব তৈরি হয় মনের গভীর থেকে,
সারা জীবন থেকো তুমি আমার বন্ধু হয়ে।